২৫৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR..1 2 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪ .....

রাজধানী ঢাকার 'টাকাখেকো' স্কুল !

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

রাজধানীর একেকটি স্কুল যেন এখন আর স্কুল নয়, টাকাখেকো--মন্তব্যটি এক অভিভাবকের। স্কুলের কাজকারবার নিয়ে এখন নানান অভিযোগ। ভর্তি থেকে শুরু করে সব কিছুতেই মেধার চেয়ে টাকার প্রতিযোগিতার বিষয়টি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কিছুই ওপেন সিক্রেট। কিন্তু দেখার কেউ নেই। দায়িত্বশীল একটি সূত্র বলেছে, তদারকি ব্যবস্থার শিথিলতার সুযোগে সমস্যাগুলো বাড়ছে। রাজনৈতিক চাপও আছে। স্কুল পরিচালনার সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক হোমরা চোমরাদের কারণে অনেক সময় অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করে চলতে হয়।

মহানগরীর একটি নামকরা স্কুলে ভর্তিতে ডোনেশনের মাত্রা

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

রাজধানী ঢাকার

(প্রথম পাতার পর)

এক লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাবার খবর প্রচলিত আছে। পড়াশোনার কি অবস্থা? জিজ্ঞাসার জবাবে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক ছাত্রীর অভিভাবক হতাশার চিত্রটিই দিলেন। সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পর মেয়ের রি-এ্যাডমিশন বাবদ তাঁকে দিতে হয়েছে ২ হাজার ৬শ' ৬৭ টাকা। এর মাঝে বেতন ২২৫, হাউস ফী-১৭, সেসন চার্জ ২০০০, উন্নয়ন ফী-৩০০, বোর্ড ফী-৩০০, ফী-বই-২৫, খেলা গার্হস্থ্য ৩০, মিলাদ-বিবিধ ৭০ টাকা। এ টাকার বিষয়ে দুঃখ নেই এ অভিভাবকের। যদি পড়াশোনা ঠিকমতো চলত। ক্লাস ঠিকমতো হচ্ছে না, কিন্তু নতুন নতুন নোটিস দেয়া হচ্ছে। হঠাৎ নোটিস ইস্যু হলো– তোমরা যারা অঙ্ক ম্যাডামের কাছে পড়তে চাও ক্লাস শেষে তাঁর কাছে গিয়ে নাম লেখাবে। সপ্তাহে ২ দিন অঙ্ক করান ম্যাডাম। মাসের প্রথম সপ্তাহে এর জন্য নেন ৬শ' টাকা। 'অভিযোগকারী বললেন– নামী স্কুলটিতে এখন ক্লাসে পড়ানো তেমন হয় না, সবাই টিউশনি নিয়ে ব্যস্ত। ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাস টেস্ট হয় না। হোমওয়ার্ক দেয়া হয় না। সে জন্য মেয়েদের বাড়িতে থেকে পড়া শিখে যাবারও তাগিদ নেই। মেয়েরা ম্যাডামদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় ভাল করে না। এক ম্যাডাম একটি মাত্র রচনা শিখতে বলেছিলেন প্রাইভেট পড়ার ক্লাসে। পরীক্ষায় সেটিই এসেছে। এ অভিভাবক বললেন– অভিভাবক দিবসে তাঁরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের দেখা পান না। অভিযোগ বলতে চাইলে লিখিত জমা দিয়ে যাবার কথা বলা হয়, যার কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেক সময় তাঁদের দারোয়ানদের দুর্ব্যবহার হজম করে ফিরে যেতে হয়। আবার জায়গামতো টাকা-পয়সা দিলে সব হয়। এ অভিভাবক বললেন– এসবকিছুর পরও আমার মেয়েকে আমি নামী স্কুলে রাখতে চাই। আমিও বুঝে ফেলেছি, দেবতা যে ভোগে সন্তুষ্ট ... সেভাবেই চালিয়ে যাচ্ছি। এর অনেক কিছু আমি আমার মেয়েকে বুঝতে দিতে চাই না। পাছে এসব বিষয় তার মনে বিশেষ রেখাপাত না করে।

একটি স্কুলে সম্প্রতি বেতন প্রায় দ্বিগুণ করার প্রতিবাদ হলে তা নিয়ে পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছে। অভিভাবকরা সাধারণ প্রতিবাদের ঝামেলায় যেতে চান না। খবরও হয় না। ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কের একটি বি-গ্রেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পরিস্থিতির কথা বললেন এক অভিভাবক। তাঁর ছেলে সম্প্রতি সেখানকার স্ট্যান্ডার্ড-থ্রীতে উঠেছে। রি-এ্যাডমিশন বাবদ তাঁকে দিতে হয়েছে ১১ হাজার টাকা। এমনিতে ওই ক্লাসের মাসিক বেতন ৩২০০ টাকা। যাতায়াতসহ মাসিক ৪৬০০ টাকা দিতে হয়। মতিঝিলের একটি নামকরা স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র তার অভিভাবককে এসে বলল কম্পিউটার ফী বাবদ মাসে অতিরিক্ত ১০০ টাকা দিতে বলেছেন স্যার। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত এর জন্য অতিরিক্ত ৩শ' টাকা চাওয়া হয়। উল্লেখ্য, স্কুলটিতে নবম শ্রেণীতে এমনিতে ছাত্র বেতন ১২০ টাকা। এখন দিতে হচ্ছে ২২০ টাকা প্রতিমাসে। নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার ছাত্রদের কবে থেকে কম্পিউটার শিখানো হবে তা কেউ জানে না। উত্যক্ত অভিভাবক তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন- স্কুলে সে কম্পিউটার দেখেছে কিনা! জবাব দেয় সন্তান--দূর থেকে দেখেছি। ছুঁয়ে দেখিনি। এক অভিভাবকের এক ছেলে, এক মেয়ে পড়ে ধানমন্ডির একটি টিউটরিয়াল স্কুলে। নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলের মাসিক বেতন ২ হাজার টাকা। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে মেয়ে। তাঁর বেতন মাসে ১৫শ' টাকা। রি-এ্যাডমিশন বাবদ ছেলেমেয়ের উভয়ের ক্ষেত্রে সাড়ে ৫ হাজার করে টাকা দিতে হয়েছে। এ অভিভাবক অবশ্য স্কুলটির পড়াশোনা নিয়ে সন্তুষ্ট। সেখানে ডোনেশন বা মাসে মাসে নানান প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে টাকার প্রস্তাব তাঁর কাছে আসেনি বললেন।

মিরপুর এলাকায় বাসার গলিতে কেজি স্কুলে প্লে-গ্রুপে মেয়েকে ভর্তি করেছেন এক অভিভাবক। প্রথম দিনেই ভর্তি, খাতাপত্রসহ তাঁকে দিতে হয়েছে ১৮শ' টাকা। খাতা কিনতে হয় স্কুল থেকে। এ অভিভাবকের সন্তান প্রথম ভর্তি হয়েছে টাকার কোন স্কুলে। তাঁর অভিজ্ঞতা, প্রায় প্রতিসপ্তাহে খাতায় নতুন নতুন টাকার প্রস্তাব আসছে। এটার জন্য টাকা, ওটার জন্য টাকা ইত্যাদি। রাজধানীর স্কুল এখন এমনই টাকার মেশিন। অভিভাবকরা এ মেশিনের শিকার হচ্ছেন নিত্যদিন। যেন প্রতিকারহীন এ নিয়তি।